ঢাকায় যাত্রাবিরতির সময় ভুটানের রাজার সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎ



ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক ও রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: সংগৃহীত

সিঙ্গাপুর থেকে ভুটানে ফেরার পথে ঢাকায় যাত্রাবিরতি করেছেন ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক। এ সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. সরওয়ার আলম এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ভুটানের রাজাকে বহনকারী বিশেষ বিমানটি সিঙ্গাপুর থেকে ভুটানের উদ্দেশে যাওয়ার পথে বুধবার ভোরে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

প্রায় এক ঘণ্টার যাত্রাবিরতির সময় বিমানবন্দরের ভিভিআইপি লাউঞ্জে ভুটানের রাজাকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি। এ সময় দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়।

সাক্ষাতে রাষ্ট্রপতি ভুটানের রাজা ও রাজপরিবারের সদস্যদের সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। জবাবে ভুটানের রাজাও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে সুবিধাজনক সময়ে ভুটান সফরের আমন্ত্রণ জানান।

এ সময় জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে অভিনন্দন জানান এবং তার সাফল্য কামনা করেন।

বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের পক্ষ থেকে ভুটানের রাজা এবং রাজপরিবারের সদস্যদের প্রতি উষ্ণ শুভেচ্ছা জানান রাষ্ট্রপতি। পাল্টা শুভেচ্ছা জানিয়ে ভুটানের রাজাও বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের জন্য শুভকামনা প্রকাশ করেন।

আলোচনায় রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে দীর্ঘদিনের গভীর ও ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, 'ভুটান সবসময় আমাদের হৃদয়ে বিশেষ স্থান করে আছে। কারণ, ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া বিশ্বের প্রথম দেশ ভুটান।'

বাংলাদেশের প্রতি ভুটানের বর্তমান রাজার বাবা রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুকের বিশেষ মমত্ববোধ ও শুভকামনার কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন রাষ্ট্রপতি।

দুই দেশের অভিন্ন উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষার কথা উল্লেখ করে ভুটানের রাজা শিক্ষা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ বিভিন্ন খাতে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরও জোরদারের ওপর গুরুত্ব দেন।

সাক্ষাতে ভুটানের রাজা তার 'গেলেফু মাইন্ডফুলনেস সিটি' প্রকল্প সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। একই সঙ্গে প্রকল্পটিতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি এ প্রকল্পের প্রতি আগ্রহ প্রকাশের পাশাপাশি উদ্যোগটির প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, পারস্পরিক কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এ অঞ্চলের রূপান্তরমূলক উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ভুটানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে আগ্রহী।

সৌজন্য সাক্ষাতের সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান, ভুটানের রাষ্ট্রদূত এবং বাংলাদেশ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পরে ভুটানের রাজাকে বহনকারী বিশেষ বিমানটি বুধবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ভুটানের উদ্দেশে ছেড়ে যায়।